দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 13 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬

## স্নাতক পর্যায়ে মেডিকেল শিক্ষার মানোন্নয়ন

### শিক্ষাঙ্গনে

প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ফিজিওলজি, বায়োক্যামিস্ট্রি বিভাগ সম্পর্কিত বেশ কিছু রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব ও মর্নিং সান-এ বের হয়েছে। দুই-একজন এ সম্পর্কে দু'-একটি পত্রও লিখেছেন। মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অনেক কিছুই করা প্রয়োজন, যেগুলো মেডিকেল শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের দাবীনামার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্ন্তভুক্ত একটি বিষয় হচ্ছে -- মেডেকিল কলেজগুলোতে মাইক্রোবায়োলজি ও বায়োক্যামিস্ট্রির নতুন বিভাগ খোলা। এ ব্যাপারে নিশ্চয় কারও কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু কিভাবে খুলতে হবে এ ব্যাপারে বোধহয় কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ১৩-২-৯১ তারিখে এক আদেশে প্যাথলজি বিভাগকে দ্বিখণ্ডিত করে প্যাথলজি ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ এবং ফিজিওলজি বিভাগকে ফিজিওলজি ও বায়োক্যামিস্ট্রি বিভাগে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে এবং নজিরবিহীন এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই নতুন প্রয়োজনীয় বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলে প্যাথলজি ও ফিজিওলজী বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত পদগুলো ৫০ %-এ নেমে গেছে। অথচ আমরা মেডিকেল কলেজগুলোর জন্যে প্রতিটি বিভাগের শিক্ষক সংখ্যা যা নির্ধারণ করেছিলাম, যেটা স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত আলোচ্য আদেশটি তারও সম্পূর্ণ বিরোধী।

প্যাথলজি ও ফিজিওলজি বিভাগ দু'টি সুপ্রতিষ্ঠিত, অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এই দু'টি বিভাগকে খাটো করে বা খণ্ডিত করে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস কতখানি যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখার মত। যার কারণে শিক্ষক মহলে নতুন প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

সরকার মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করার ব্যাপারে সদিচ্ছা পোষণ করেছেন। মাইক্রোবায়োলজি ও বায়োক্যামিস্ট্রি বিভাগ সৃষ্টির জন্যে সরকার সেই সদিচ্ছাই দেখাবেন, এটা সহজেই আশা করা যায়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে কি পরিমাণ অংকের টাকা প্রতি বছর খরচ হতে পারে তা আন্দাজ করা যায়। অন্যদিকে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে, মাইক্রোবায়োলজি ও বায়োক্যামিস্ট্রি বিভাগ সৃষ্টি করার জন্যে এ মুহূর্তে প্রতি বছর এক কোটি টাকারও কম অর্থের প্রয়োজন।

এ কথাগুলো চিন্তা করে বাংলাদেশ মেডিকেল শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে ইতিমধ্যেই একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সুপ্রতিষ্ঠিত কোন বিভাগ, যার প্রয়োজন তো কমেইনি বরং কালের প্রেক্ষাপটে যার প্রয়োজন উত্তরোত্তর বাড়ছে তাকে খণ্ডিত করে নয়, বরঞ্চ নতুন নতুন পদ তৈরী করে নতুন বিভাগ সৃষ্টি হোক, এটাই সবার কাম্য।

—ডাঃ আনোয়ারুল আজীম